অমর চিত্র কথা

No. 343 Rs. 4/-

মহাভারত- ৮

জতুগৃহে পাণ্ডবেরা

indrajaal.blogspot.in

অমর চিত্র কথা

সম্পাদক
অনন্ত পাই
সহ সম্পাদক
কমলা চন্দ্রকান্ত
সুব্বারাও
বিবরণ
কমলা চন্দ্রকান্ত
টি. এম. পি. নেডুংগড়ী
চিত্রশিল্পী
দিলীপ কদম
শিল্প-উপদেষ্টা
রাম ওয়াঙ্করকর
ভাষান্তর
দেবরানী মিত্র
প্রস্তুতি
গোবিন্দ কোটয়ানী

*

প্রকাশনায়ঃ
এইচ. জি. মীরচন্দানী
আই. বি. এইচ. পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ,
মহালক্ষ্মী চেম্বার্স
ভুলাভাই দেশাই রোড,
বোম্বে ৪০০ ০২৬—এর পক্ষে
এবং তাঁর দ্বারা আই. বি.
এইচ. প্রিণ্টার্স মারোল নাকা,
মথুরাদাস ভীষানজী রোড,
বোম্বে ৪০০ ০৫৯ থেকে মুদ্রিত।

© আই. বি. এইচ. পাবলিশার্স
প্রাঃ লিঃ, বোম্বে ৪০০ ০২৬
দ্বারা সবস্বত্ব সংরক্ষিত. ১৯৮৪।

বাংলা সংস্করণের
একমাত্র পরিবেশক ঃ
উচ্চারণ
২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
ফোন ঃ ৩৪-৮০৪৩

মহাভারত

মহাভারত দীর্ঘতম মহাকাব্য। এটি সার্থকতম মহাকাব্যও বটে। কারন, মহাভারত শুধু চিরকালের সেরা সাহিত্যকীর্তিই নয়, এটি একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনশাস্ত্র আর নীতি ও আচরনরীতির সুসমন্ন সারগ্রন্থ।

মহাভারতের সৃষ্টি রহস্যে আবৃত। এক্ষেত্রে বোধহয় এমনই হওয়া উচিত। মানুষ গভীর অনুসন্ধিৎসা সহকারে এর অন্তরে দৃষ্টিপাত করতে প্রচেষ্ট হয়েছে - এর সৃষ্টিকর্তা বেদব্যাসের ব্যক্তিত্ব আবিষ্কার করতে, এর রচনাকাল সুনির্ধারন করতে আর এর ঐতিহাসিক পটভূমি বিশ্লেষন করতে। কিন্তু মানুষের মনে আজও অনিশ্চয়তা থেকে গেছে।

এই লক্ষাধিক শ্লোক রচনা কি একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব? শ্রুতি-পরম্পরায় প্রাপ্ত এই কাব্যটি কি লেখা হয়েছিল খৃঃ পূঃ ৮০০ সালে, না খৃঃ পূঃ ৬০০ সালে, কিম্বা খৃঃ পূঃ ৩০০ সালে? বিচিত্রিত ধূসর বর্ণের আর উত্তর দেশীয় কৃষ্ণ বর্ণের প্রাপ্ত পন্যদ্রব্যের স্তরবিচার, কিম্বা আধুনিক কালের নগরনগরীর ও সমতলভূমির সংগে নামের মিল, নয়তো খনন করে পাওয়া বস্তুসামগ্রীর ওপর 'রেডিও-কার্বন' পরীক্ষা কাব্যটির ঐতিহাসিকতা কি সমর্থন করে? এ প্রশ্নের সুনিশ্চিত কোনও উত্তর নেই।

এই কাহিনীর কেন্দ্রঘটনা — কৌরব ও পাণ্ডব, এই দুই রাজবংশীয় ভ্রাতাবর্গের রেষারেষি, যা আঠেরো দিন ব্যাপী রক্তাক্ত যুদ্ধে পরি-সমাপ্তি পেয়েছিল — নিশ্চয়ই কোন সত্যঘটনা-ভিত্তিক।

মূল কাহিনীর যে সব ভাষ্য আছে তা' তিনটি পাঠান্তরের নির্দেশ দেয়: প্রথমটি বেদব্যাসের নিজের আবৃত্তি, দ্বিতীয়টি তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে যেরকম বলেছিলেন, আর তৃতীয়টি কোন এক সৌতির যিনি বৈশম্পায়নের আবৃত্তি শুনেছিলেন। মুদ্রনপ্রথার চল হয়ে নির্ধারিত পাঠের সংস্করন প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে এই কাব্যের মধ্যে অনেক নতুন সন্নিবেশ, অনেক নতুন কাহিনী যুক্ত হয়েছে।

এই সিরিজের জন্য আমরা নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নির্দেশ নিয়েছি:

(১) মহাভারত — হিন্দী অনুবাদ সংবলিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ,
রচয়িতা: পণ্ডিত রামনারায়নদত্ত শাস্ত্রী রাম,
প্রকাশনায়: গীতা প্রেস, গোরখপুর।

(২) শ্রী মহাভারতম — মালয়লাম ভাষায় পদ্যানুবাদ,
কবি: কুঞ্জিকুট্টম তাম্পুরম,
প্রকাশক: এস. পি. সি. এস., কোট্টয়ম।

(৩) দি মহাভারত — প্রতাপ চন্দ্র রায়ের ইংরাজী গদ্যানুবাদ,
প্রকাশক: মুন্সীরাম মনচোরলাল, নয়া দিল্লী।

(৪) পুনার 'ভাণ্ডারকর অরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর
প্রকাশিতে সমালোচনামূলক সংস্করন।

অমর চিত্র কথা এর আগে মহাভারতের অনেকগুলি প্রিয় গল্প পরিবেশন করেছে। সেগুলি নির্বাচন করা হয়েছে তাদের আবেগ, ও চিত্তাকর্ষক আবেদনের ভিত্তিতে, আর চিত্র কথার ধরনের অনুযোগী করে সেগুলির অনেক পরিবর্তনও করা হয়েছে।

৬০ খণ্ডে সমাপ্য বর্তমান সিরিজে কিন্তু, সংক্ষেপিত করা সত্ত্বেও, মূল সংস্কৃত রচনাকে অব্যতিক্রমে অনুসরন করা হয়েছে।

(এই সিরিজের বাংলা সংস্করণে ভাষান্তর করেছেন শ্রীমতী দেবরানী মিত্র)।

Indrajaal.blogspot.in

মহাভারত-৮

জতুগৃহে পাণ্ডবেরা

ভরতবংশীয়দের নিয়ে লেখা ব্যাসদেবের মহাকাব্য, অমর ঋষি স্বয়ং ব্যাসদেবের নির্দেশেই, তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন সর্বপ্রথম জনসমক্ষে পাঠ করেছিলেন।

এটি পাঠ করা হয়েছিল ব্যাসদেবের পৌত্রের প্রপৌত্র রাজা জনমেজয়, আর জনমেজয়ের আয়োজিত সর্পসত্রে আগত প্রাজ্ঞ ঋষিদের মাঝখানে উপস্থিতিতে।

ব্যাসদেবের মহাভারতের বৈশম্পায়নকৃত পাঠের যে অনুবর্তন আমরা পরিবেশন করছি তার সপ্তম পর্যায়ে ছিল, পাণ্ডুর পুত্রদের ক্রমোন্নতিতে ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্ষার উদ্রেক; আর, তাঁর রাজনীতির উপদেষ্টা কর্ণিকের পরামর্শে ও দুর্যোধনের প্ররোচনায়, তিনি পাণ্ডবদের বারণাবত নগরীতে নির্বাসন দেওয়ার যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন তার বর্ণনা।

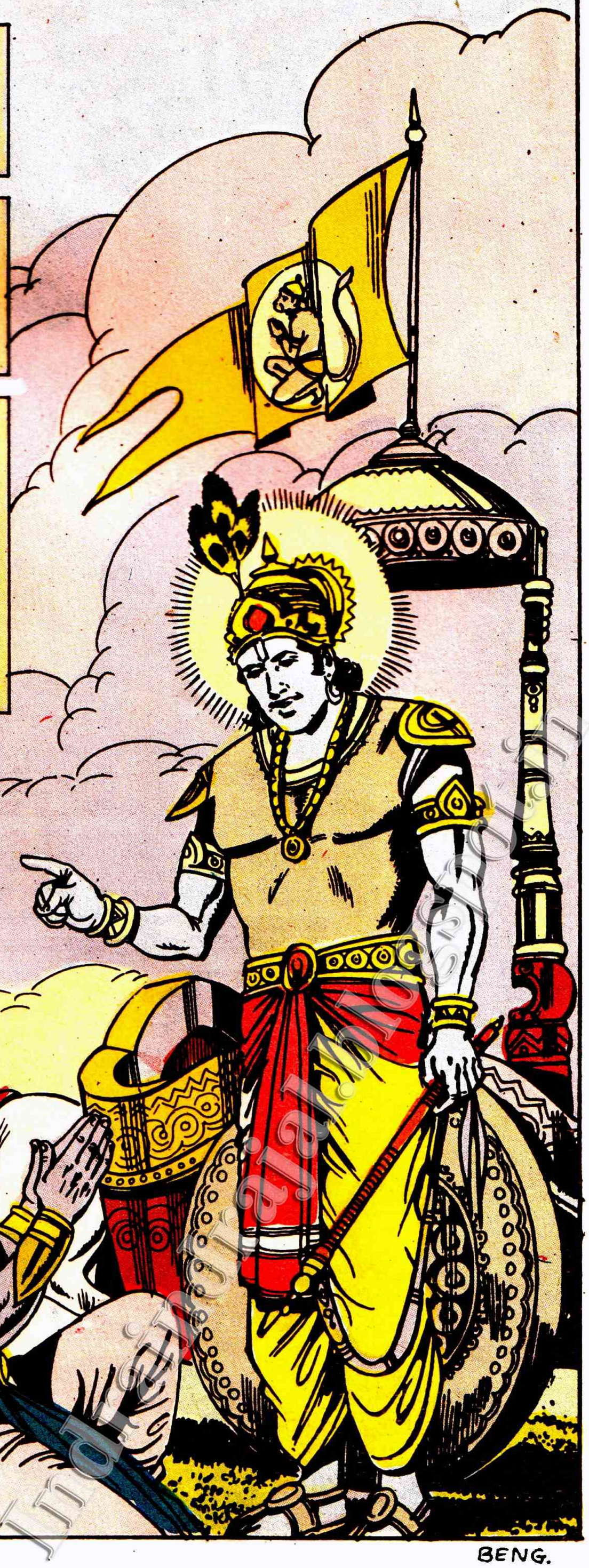

BENG.

indrajal.blogspot.in

"... কিছুক্ষন পরে ভীমকে বলল:
এই বাড়ী তৈরী হয়েছে দাহ্য-পদার্থ দিয়ে। দুর্যোধনের কুমন্ত্রনাদার এই পুরোচন আমাদের পুড়িয়ে মারার অপেক্ষা করছে।
জ্ঞানশীল বিদুর এ ব্যাপার বুঝতে পেরে আ-মাকে সাবধান করে দিয়েছেন।
আমাদের কনিষ্ঠ খুল্লতাত: সবসময় আমাদের মঙ্গল চান। তিনি বলে দিয়েছেন যে এই সর্বনাশা গৃহ দুর্যোধনের নির্দেশমতো তৈরী হয়েছে।
আমরা আগুনে পুড়ে মরলে পিতামহ ভীষ্ম ক্রুদ্ধও যদি হন, তিনি তা প্রকাশ করে কৌরবদের কোপের পাত্র হতে যাবেন কেন?
কিম্বা হয়তো তিনি আর অন্যান্য প্রবীনেরা রাগ দেখাবেন শুধুমাত্র নিজেদের ধর্মপত্নী বলে প্রমান করতে।

BENG.

"তখন ভীম বলল:
এটা যে জতুগৃহ তা জানিই যখন, আমরা আগে যে প্রাসাদে ছিলুম, সেখানে ফিরে গেলেইতো পারি।
"যুধিষ্ঠির উত্তর দিল:
আমার মনে হয়, আমরা যেন কিছুই জানি না, এরকম ভাব করে এখানেই থেকে যাওয়া ভাল। অবশ্য খুব সাবধানে-সতর্কতায় থাকতে হবে।
পুরোচন যদি জানতে পারে যে আমরা ওর অভিসন্ধি বুঝতে পেরেছি, তবে সোজাসুজিই পুড়িয়ে মারতে পারে আমাদের।
আমরা এ গৃহ ত্যাগ করলে, দুর্যোধন তার গুপ্তচরদের দিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের পিষে মেরে ফেলবে।
দুর্যোধনের প্রতিষ্ঠাবল আছে, সমর্থকের দল আছে, আর আছে সমস্ত রাজকোষের ধনবল। আমাদের এসব কিছুই নেই
যে কোন হীন পন্থায় আমাদের হত্যা করার চক্রান্ত সে কি করবে না?

BENG.

সুতরাং, আমাদের নিজেদের পরিকল্পনা গোপন রেখে এখানকার আশেপাশে ঘুরে বেড়িয়ে আর শিকার করে দিন কাটানো যাক। এতে পালানোর পথও আমরা চিনে ফেলব।
আমাদের নিরাপত্তা বজায় রেখে আর পালানোর পথ খুঁজে আমরা এখানে বাস করব। কিন্তু সবকিছু পুরোচন আর পুরবাসীদের থেকে গোপন রাখতে হবে। আর গোপনে খুঁড়তে হবে এক সুড়ঙ্গ, ঘর থেকে বাইরে পর্যন্ত।
এই ভাবে কাজ করলে কোন আগুনই আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না।
“এরপর একদিন বিদুরের এক বন্ধু গোপনে পাণ্ডবদের সংগে দেখা করে বলল:
আমি একজন সুদক্ষ খনক। বিদুর পাঠিয়েছেন আমাকে পাণ্ডবদের সাহায্য করতে।

আমার ওপর আস্থা রেখে বিদুর বলেছেন যে পাণ্ডবদের আর তাঁদের মাকে পুড়িয়ে মারতে চায় দুর্যোধন। আমাকে এখানে এসে পাণ্ডবদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছেন।
কৃষ্ণপক্ষের যে রাতে চাঁদ থাকবে না, সেই রাতে পুরোচন এ গৃহের দ্বারে অগ্নিসংযোগ করবে।
হে পাণ্ডুনন্দন, একদিন বিদুর আপনার সঙ্গে ম্লেচ্ছ ভাষায় কথা বলেছিলেন আর আপনিও সেই কথায় সম্মতি জানিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমানের জন্য আমি এই নিভৃত কথার উল্লেখ করলুম।

BENG.

" তার কথা শুনে যুধিষ্ঠির বলল :
এখন বুঝলুম যে আপনি বিদুরের বিশ্বস্ত বন্ধু। বিদুর যেমন সবসময় আমাদের দেখাশুনো করেন, আপনিও সেইরকম করুন।
বিদুর যে ঘোর বিপদের কথা বলেছেন, যে বিপদ আমাদের দ্বারে উপস্থিত, আপনি তার থেকে আমাদের রক্ষা করুন।
পুরোচনের অজ্ঞাতে আমাদের রক্ষা করুন আপনি।
মহারাজ, যুধিষ্ঠিরের কথায় রাজী হয়ে খনক একটি গোপন সুড়ংগ খুঁড়তে শুরু করল।

BENG.

"সুড়ঙ্গের মুখ ছিল অট্টালিকার মধ্যস্থলে, মেঝের সংগে এক উচ্চতায় আর তার ঢাকা ছিল ...
"...মেঝের সংগে মিশে যাওয়া, লুকানো।
"রাত্রে পাণ্ডবেরা অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী রেখে ঘরের ভেতরে ঘুমোত। আর দিনের বেলায় তারা বনে বনে শিকার করে বেড়াত।"

এইভাবে, মহারাজ, তারা তাদের মনোভাব আর অভিসন্ধি পুরোচনের কাছে গোপন রেখে বাস করতে লাগল।
বিদুরের বন্ধু খনক ছাড়া আর কেউই,–না বারণাবতবাসীরা, না অন্য কেউ – পাণ্ডবদের পরিকল্পনার কথা জানতে পারল না।
" এইভাবে ভান করে উৎফুল্লতার ভাব দেখিয়ে পাণ্ডবেরা পুরোচনের মন জয় করে ফেলল।
" আর পুরোচনের আনন্দের ভাব দেখে ...
"... যুধিষ্ঠির ভাইদের বলল :
এইবার আমাদের পালানোর সময় এসেছে। আমরা এই জতুগৃহে আগুন লাগিয়ে আর পাপমতি পুরোচনকে পুড়ে মরতে রেখে পালাব।

Indraindrajal.blogspot.in

" আর রাত্রে, যখন সবাই নিদ্রামগ্ন আর প্রবল বাতাসে সারা প্রকৃতি বিপন্ন ...

"... ভীম, অট্টালিকার যে অংশে পুরোচন ঘুমাচ্ছিল, সেখানে আগুন লাগিয়ে দিল...

"... আর তারপর দিল প্রবেশদ্বারে...

... তারপর বাড়ীর অন্যান্য জায়গায়।

BENG.

সমস্ত অট্টালিকা যখন ভালভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে, তখন পাণ্ডুর পুত্রেরা নিশ্চিন্ত হয়ে...
"... তাদের মাকে নিয়ে সুড়ংগ-পথে প্রবেশ করল।
একটু পরেই, মহারাজ, নগরবাসীদের নিদ্রাভঙ্গ হল, ক্রমবর্ধমান অগ্নির প্রতাপে আর লেলিহান শিখার গর্জনে।

BENG.

"শোকাচ্ছন্ন মুখে তারা দেখল সেই অট্টালিকার ওপর অগ্নির ধ্বংসলীলা। তারা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল।
এ নিশ্চয়ই দুর্যোধনের কাজ — পাণ্ডবদের ধ্বংস করার জন্য।
দুর্যোধন যে পাণ্ডবদের আগুনে পুড়িয়েছে আর এ যে ধৃতরাষ্ট্রের অজানা ছিল না, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
ধৃতরাষ্ট্রকে ধিক্! পাণ্ডুর বংশধরদের আগুনে ফেলে দিল — যেন তারা পরম শত্রু তার!
আরও দুঃখের কথা এই যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ সবাই কর্তব্য-কাজে অন্ধ হয়ে রইলেন!

BENG.

" বারনাবতের অধিবাসীরা তো সেই জ্বলন্ত গৃহের চার ধারে জড়ো হয়ে সারারাত ধরে এইভাবে বিলাপ করছে ...
"... পাণ্ডবেরা এদিকে মায়ের সংগে ক্লান্ত-শ্রান্ত পদক্ষেপে সেই গোপন সুড়ংগ পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে।
" কিন্তু, সারারাত জাগরনে, তার ওপর ধরা পড়ার ভয়ে, বেশীদূর এগনো হয় না।
Indrajal.blogspot.in

" হে মহারাজ, তখন মহান শক্তিধর ভীমসেন, তার অসীম বাহুবলে আর অদম্য বেগে, তার মা আর ভাইদের বহে নিয়ে চলল ...
" ... আর এগিয়ে চলল, দুর্ভেদ্য অন্ধকার ভেদ করে ...
" ... বিপুল বক্ষাঘাতে গাছ-পালা ভূপাতিত ক'রে, আর সুদৃঢ় পদক্ষেপে পৃথিবী কাম্পিত ক'রে।

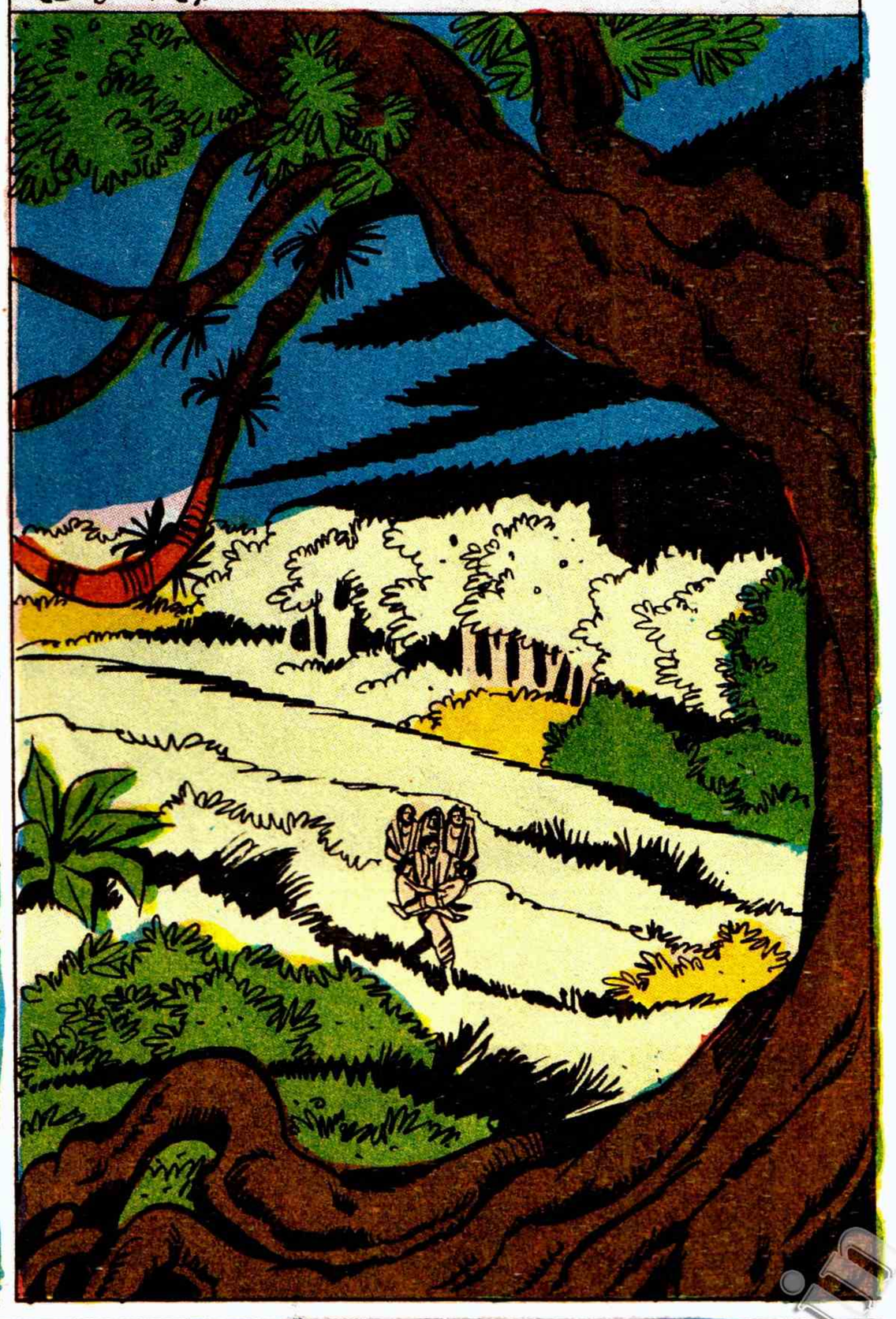

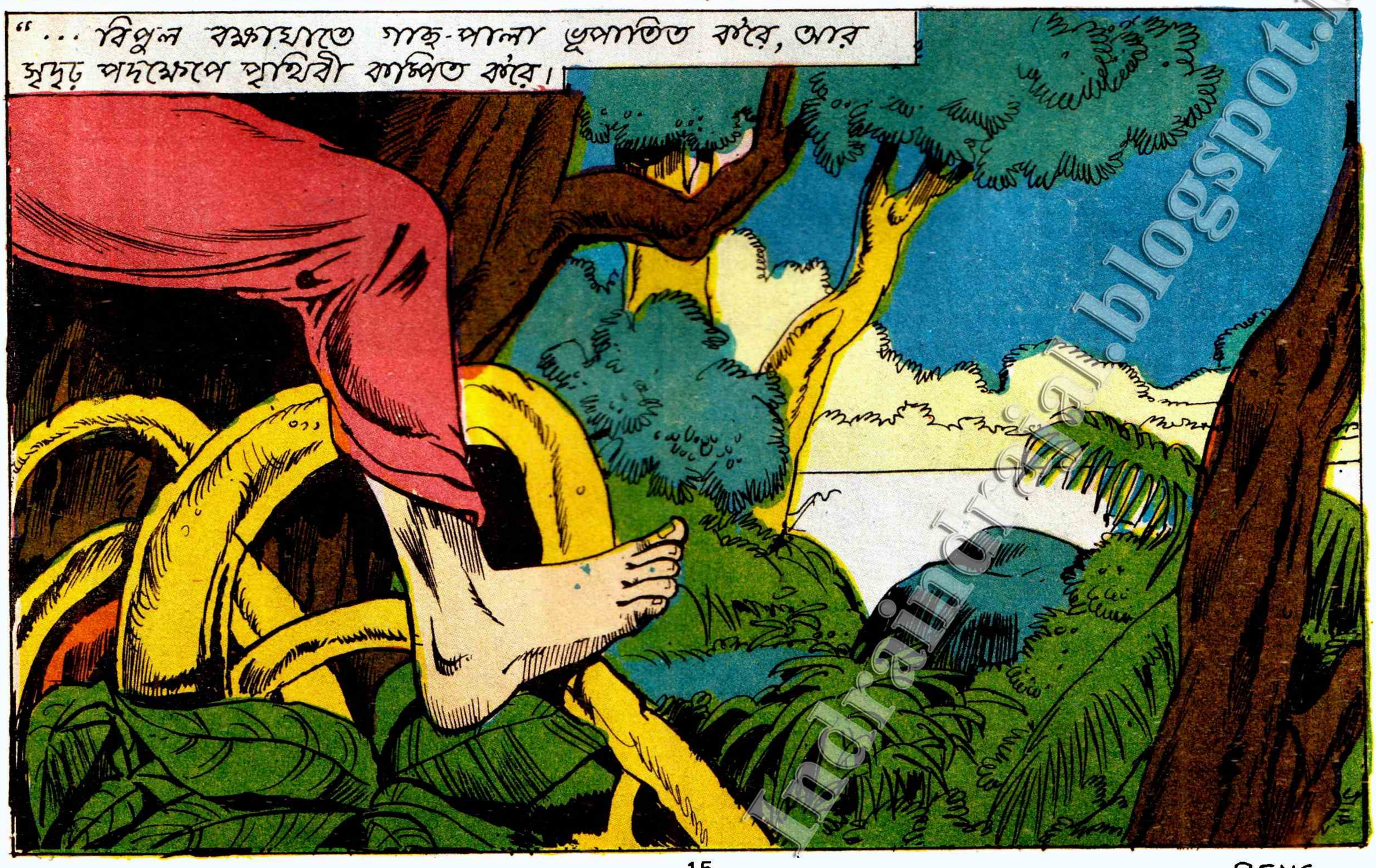

" তারা এইভাবে এসে পৌঁছল বনের মধ্যে প্রবাহিতা গংগার ধারে। সেইখানে তাদের কাছে এসে উপস্থিত হল দূরদর্শী বিদুর প্রেরিত এক বিশ্বস্ত ভৃত্য।
" সে যখন পাণ্ডব আর তাদের মায়ের কাছে এসে উপস্থিত হল, তারা তখন জলের গভীরতা মাপছে পার হওয়ার জন্য।
সে বলল:
হে যুধিষ্ঠির, একদিন বিদুর আপনাকে যে কথা বলেছিলেন, তা বলছি শুনুন।
তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি জানে যে, অগ্নি বন ধ্বংস করে আর শীত নিবারণ করে বটে, কিন্তু যারা বনে বিবর খনন করে লুকিয়ে থাকে, তাদের কখনও দগ্ধ করতে পারে না, সে ব্যক্তি মৃত্যু এড়াতে পারে।

আপনাদের যে নিভৃত কথা-বার্তা হয়েছিল তা মনে ক'রে দেখুন, বুঝতে পারবেন যে আমি বিদুরের বিশ্বস্ত দূত।
মহাবেত্তা বিদুর এক ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন, — কর্ণ, কৌরব আর শকুনি অবশ্যই পরাজিত হবে।
"এরপর বিদুরের সেই দূত পাণ্ডবদের দেখাল এক নৌকা, যা চলে মনোগতির নয়তো ঝটিকাক্ষুব্ধ পবনের বেগে — কারন এর সংগে যুক্ত ছিল চালন-যন্ত্র, আবহাওয়ার দুর্যোগ সুষ্ঠুভাবে যুঝবার জন্য।
এই নৌকো জলের ওপর দিয়ে যেন আলতো ছোঁওয়ায় এগিয়ে যায়। এটি আপনাদের অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারবে।

"সে তখন কাতর পাণ্ডবদের আর তাদের মাকে নৌকায় নিয়ে উঠল।
"তাদের নিয়ে নদী পার করতে করতে সে বলল:
আপনাদের প্রতি অসীম স্নেহে বিদুর বলেছেন যে...
... আপনারা, সমস্ত বিষন্নতা বিসর্জন দিয়ে যেন প্রসন্নচিত্তে, এগিয়ে যান আপনাদের যাত্রাপথে।
"অবশেষে তারা গংগার অপর পারে পৌঁছলে...
"... সেই দূত বিদায় নিয়ে ফিরে গেল আসার পথে।

BENG.

Indraindrajal.blogspot.in

তারা এও দেখল যে সেই সুরম্য গৃহ লাক্ষা দিয়ে তৈরী আর দেখল যে পুরোচনও পুড়ে মারা গেছে।
"তখন তারা বলল:
শয়তান পুরোচন, দুর্যোধনের প্ররোচনায়, এই সর্বনাশা বাড়ী বানিয়েছিল। এখন সে নিজেই এই বাড়ীতে পুড়ে মরেছে।
এইতো নিয়তির পরিহাস! যে দুষ্ট, সরলমতি আর মহাপ্রান পাণ্ডবদের, পুড়িয়ে মেরেছে, সে নিজেই সেই আগুনেই ভবলীলা সাংগ করেছে।
এখন ধৃতরাষ্ট্রকে সংবাদ দেওয়া যাক যে তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে! পাণ্ডবেরা পুড়ে মরেছে!
এসব সংবাদ তখন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে পৌঁছে দেওয়া হল।

"পাণ্ডবদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র শোকে মুহ্যমান হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। আর বললেন:
পাণ্ডুর মৃত্যু-শোক আজ নতুন ক'রে অনুভব করছি, এই পঞ্চবীর আর তাদের মায়ের মৃত্যুতে।
তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমার লোকজন এখুনি চলে যাক বারণাবতে। কুন্তীভোজের কন্যা আর সেই পঞ্চবীরের সৎকার ক'রে আসুক।
কুন্তী আর পাণ্ডবদের আত্মার কল্যানের জন্যে আমার যা করা কর্তব্য, আমার ধনে তা সমস্তই যেন করা হয়।

" এই কথা বলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁর আত্মীয়-স্বজন সহযোগে পাণ্ডুর পুত্রদের উদ্দেশে জল-তর্পন করলেন।

" তারপর সবাই শোকভরে ক্রন্দন করে উঠলেন:

হায়, যুধিষ্ঠির! হায়, কুরুবংশের যুবরাজ!

হায়, ভীম! হায়, অর্জুন!

হায়, নকুল! হায়, সহদেব! হায়, কুন্তী!

নগরবাসীরাও পাণ্ডবদের জন্য শোক প্রকাশ করতে লাগল। কেবল বিদুর, সব কিছু জানতেন বলে, বিশেষ শোক করলেন না।

"এদিকে পাণ্ডবেরা তারাদের অবস্থান দেখে পথ চিনে চিনে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল।

"আর অনেক কষ্ট ও প্রচেষ্টার পর এক গভীর বনে প্রবেশ করল।

"তারা তখন শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত আর ঘুমে তাদের চোখ ঢুলে পড়ছে। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে বলল:

পুরোচন পুড়ে মরেছে কিনা আমরা জানি না।

এই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকার মতো ভীতিকরক আর কিছুই নেই।

blogspot.in

Indrajal.blogspot.in

“... অদম্য গতিতে এগিয়ে চলল। স্বয়ং বায়ুর মতো বেগে ভীম বনের মধ্য দিয়ে চলতে লাগল আর পাণ্ডবেরা হয়ে রইল প্রায় অজ্ঞান।
“ বিশাল তরংগ-ক্ষুব্ধ নদীস্রোত পার হয়ে...
“... আর কঠিন কর্কশ পর্বতভূমি অতিক্রম করে...

সন্ধ্যার সময় সে এসে উপস্থিত হল এক নিবিড় অরণ্যে। শ্বাপদ-সংকুল সে বন আর সেখানে না আছে কোন জল, না আছে কোন ফলমূল।

"জাধূলির শেষে যখন অন্ধকার ঘনিয়ে এল, তখন একদিকে যেমন হিংস্র পশুদের চীৎকার আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল, অন্যদিকে তেমনি উঠল এক অকাল-ঝড়, সমস্ত গাছপালা উৎপাটিত করে আর শুকনো পাতা চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে।

"ঘুমে ভারাক্রান্ত পাণ্ডবেরা আর চলতে পারে না। তারা সেই বনেই বসে পড়ল। তখন কুন্তী, তৃষ্ণায় কাতরা হয়ে তাঁর পুত্রদের বললেন:

আমি পঞ্চপাণ্ডবের মা, আর পঞ্চপাণ্ডব আমার সংগেই আছে। আর আমি কিনা তৃষ্ণায় মরছি!

মায়ের মুখে এই কথা শুনে, মহারাজ, ভীমের বুক ভেঙে গেল। সে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল।

"জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে, ভীম এক বিশাল, মনোরম বটবৃক্ষ দেখতে পেল।
"সে তখন তার মা ও ভাইদের সেখানে বসিয়ে দিয়ে বলল:
আমি জলচর পাখীদের ডাক শুনতে পাচ্ছি। নিশ্চয়ই কাছে কোথাও জলাশয় আছে!
তোমরা এখানে বিশ্রাম কর, আমি ততক্ষণ জলের সন্ধানে যাচ্ছি।
"ভীম জলচর পাখীদের ডাক অনুসরণ করে এগিয়ে গেল...

"... আর একটু পরেই এক সরোবর দেখতে পেল।

"সেই সরোবরে তৃষ্ণা নিবারণ করে সে সেখানে স্নান করল।

"তারপর উত্তরীয় জলে ভিজিয়ে নিয়ে...

"... দ্রুতপদে ফিরে চলল..

"... তার মা ও ভাইদের কাছে।

BENG.

"তাদের ভূতলেই নিদ্রামগ্ন দেখে সে, গভীর শোকে মগ্ন হয়ে, বিলাপ করতে লাগল:

হায়, কি দুরদৃষ্ট! আমার মাকে রুক্ষ মাটিতে নিদ্রামগ্ন দেখতে হল!

কুন্তীভোজের কন্যা আর মহারাজ বিচিত্রবীর্যের পুত্র-বধূ কুন্তী, সম্রাট পাণ্ডুর পত্নী কুন্তী, আজ বিনা শয্যায় ভূতলশায়িনী!

ধর্ম, ইন্দ্র আর বায়ুর থেকে যিনি সুসন্তানের জন্ম দিয়েছেন, যিনি সবসময় রাজপ্রাসাদের দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুয়ে থাকেন, আজ তিনি এই কঠিন মাটিতে শুয়ে আছেন!

আর এই সব রাজকুমারদের ধূলিধূসর মাটিতে শয়ন করতে দেখার মতো দুঃখ আর কি হতে পারে?

BENG.

যার ঈর্ষা-পরায়ণ জ্ঞাতিকুল নেই, এ জগতে সে-ই সুখী। যেমন, কোথাও ফলবতী একটিমাত্র গাছ থাকলে, সেই গাছকে সবাই পবিত্রজ্ঞানে পুজো করে। কারণ, সে গাছ যে একেশ্বর।

অবশ্য, যাদের আত্মীয়-স্বজন সৎ ও শক্তিমান, তারাও জগতে সুখে কালযাপন করতে পারে।

যারা বলবান আর ধনশালী, আর সবসময় কেবল বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়বর্গে বেষ্টিত, তারাও বনমধ্যে উচ্চ বৃক্ষের মতো উচ্চশিরঃ থাকে।

আর আমরা? দুষ্টমতি ধৃতরাষ্ট্র আর তাঁর পুত্রদের প্রকোপে নির্বাসিত; আর ভাগ্যক্রমে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যুর থেকে রক্ষা পেয়েছি।

দুরাচার, দুর্যোধন! তোর দৃষ্টিভ্রম হয়েছে! ভাবছিস তুমি তোর প্রতি দৈব সুপ্রসন্ন।

কিন্তু তুই যে এখনও বেঁচে আছিস, সে শুধু যুধিষ্ঠিরের অপার করুণায়। ধর্মপুত্রের ক্রোধও নেই আর তাই তোকে মারবার আদেশও দেন না আমাকে।

BENG.

তা না হলে, রাগে আমার রক্ত টগবগ করছে যেরকম, শুধু তোকে নয়, তোর সব ভাই, কর্ণ, শকুনি — সবাইকে শমন-ভবনে পাঠিয়ে দিতুম।

"এইসব বলে ভীম রাগে করে করমর্দন করতে লাগল আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তারপর শান্ত হয়ে বলল:

এই বনের কাছাকাছি নিশ্চয় কোন নগর আছে।

এই সময় এদের জেগে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এরা স্বচ্ছন্দে ঘুমচ্ছে। কি আর করি... জেগে থেকে পাহারা দিই। এরা ঘুম থেকে উঠলে এতে করে চেষ্টা মেটাবে।

এই বলে ভীম সেখানে একা জেগে বসে রইল।

এইভাবে পাণ্ডবেরা, বারনাবতে পুড়িয়ে মারার যে অভিসন্ধি কৌরবেরা করেছিল, তা থেকে উদ্ধার পেল বিদুরের সাহায্যে।

ব্যাসদেবের অমর ইতিহাস, **মহাভারতের**, বৈশম্পায়নকৃত যে পাঠের পরিবেশন আমরা করছি, তার অষ্টম পর্যায় এই ভাবে সমাপ্ত হল।

HURRY KIDS!

GET AN ATTRACTIVE 'ASIAN WILD LIFE ALBUM' AND 100 'FOLD UP LETTERS' - FREE.

No entry fee!
No captions to write!

All you have to do is send us 4 empty 5 Froots packs along with a Re.1 postage stamp inside the envelope...

... And, we will send you an attractive 'Asian Wild life Album' –

Complete the album with 'Animal Picture Cards' available in every 5 Froots pack. And receive 100 'Fold Up Letters' printed with your name and address. Plus your album too!

Animal Picture Cards' available in every 5 Froots pack.

What could be better than eating more and more of your favourite 5 Froots.

Much easier than a contest!

RK®
RAMKRISHNA FOOD PRODUCTS PVT. LTD.
Shivajinagar, PUNE-411 005.
Phone: 54116-56250

AMC.85

Indrajal.blogspot.in

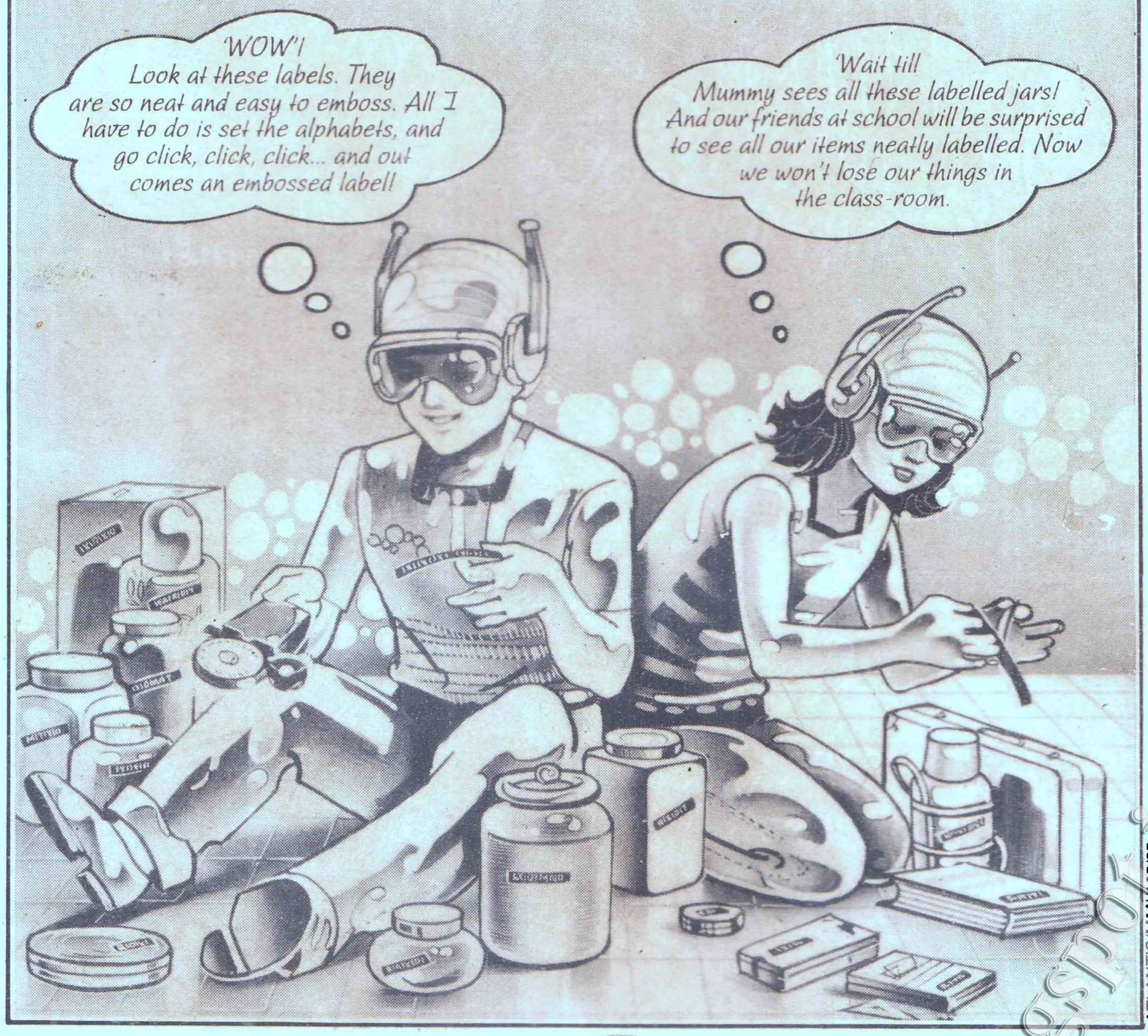

ATLANTIS/MMI/105/85

FREE SUPERSTAR POSTER ON PURCHASE OF THE GUN. OFFER VALID TILL STOCKS LAST.

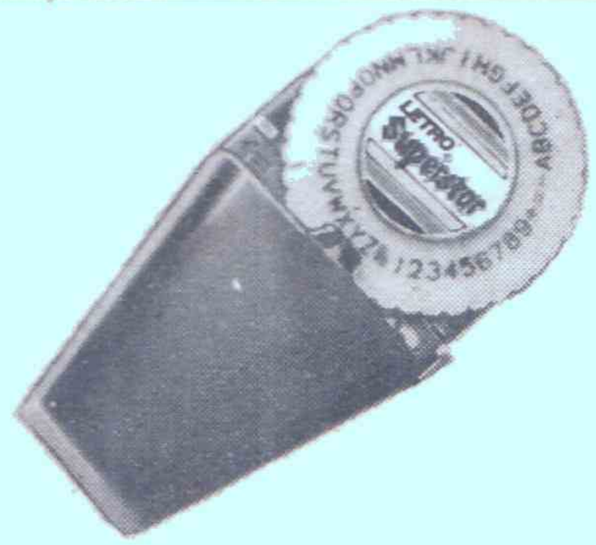

LETRO® Superstar

EMBOSSING GUN

(Takes 6 mm/¼" Letro self-adhesive embossing tape.)

FREE EMBOSSED TAPE OF YOUR NAME

Send us a self addressed envelope affixed with a 50 p. stamp for a free embossed sample tape of your name. (Write your name in clear block letters).

M.M. INDUSTRIES
Hampton Court, N. Parekh Marg,
Opp. Colaba P.O., Bombay-400 005.
Phone: 4950103/4950752
Telex: 011 5288 PIC IN. GRAMS: PRESTOSIGN

AVAILABLE AT ALL LEADING STATIONERS AND TOY SHOPS

You can swirl it. You can twirl it. You can curl your tongue around it. 'Cos it's smooth rich caramel on the outside with real Cadbury's Dairy Milk chocolate tucked inside. Just waiting to be licked and licked and l-l-l-licked...
MR. POPS
NEW!
Cadbury's
CHOCOLATE ECLAIR POP
Cadbury's
CHOCOLATE ECLAIR POPS
By Golly! It's a long-licking lolly!
L HCP EP 1 2519